যুগান্তর

6 MAY 2017

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি প্রো-ভিসির পর শূন্য কোষাধ্যক্ষ পদও

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৪৬ দিন ভিসি ও প্রো-ভিসির পদ শূন্য রয়েছে। এতে প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের ভোগান্তির মাত্রা ছাড়িয়েছে। রুটিন মাফিক কিছু কাজ কোষাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তবে মেয়াদকাল শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে কোষাধ্যক্ষ পদও শূন্য হয়েছে। এতে রুটিন কাজও বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রশাসন সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের মার্চে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিনকে ভিসি ও অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহানকে প্রো-ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ওই বছরের ৬ মে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সায়েন উদ্দিন আহমেদকে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। সেই হিসেবে শুক্রবার তার মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু ছুটি থাকায় বৃহস্পতিবার শেষ কার্যদিবসে দায়িত্ব ছাড়েন তিনি। জানতে চাইলে বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সায়েন উদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, ১৯ মার্চ থেকে ভিসি, প্রো-ভিসির পদ শূন্য রয়েছে। ফলে রুটিন কাজ কিছুটা চালিয়ে নিচ্ছিলাম। কিন্তু মেয়াদকাল শেষ হওয়ায় এবং নিয়ম অনুযায়ী ভিসি, প্রো-ভিসি নিয়োগের পর ছাড়া কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্ভব না হওয়ায় প্রশাসনিক কাজে ভোগান্তি আরও বাড়বে। দ্রুত ভিসি, প্রো-ভিসি নিয়োগ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ভেঙে পড়বে।

প্রশাসনের শীর্ষ দুই পদ ৪৬ দিন শূন্য থাকার পর তৃতীয় অবস্থানে থাকা কোষাধ্যক্ষ পদও শূন্য হওয়ায় সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে— বলছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মু. এন্তাজুল হক। তিনি জানান, প্রশাসনিক বিভিন্ন ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

ভিসি প্রো-ভিসির পর শূন্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কাজে ভিসির স্বাক্ষরের জন্য দফতরে জমেছে ফাইলের স্তূপ। চিকিৎসা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে শতাধিক এনওসি আবেদন পড়ে আছে। আটকে আছে ফল প্রকাশ, পরীক্ষা কমিটি গঠন, সনদপত্র উত্তোলন, ভর্তি কার্যক্রম, ফিন্যান্স কমিটি, সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সভা, সনদপত্র বিতরণ, নিয়োগ কার্যক্রমসহ অসংখ্য কাজ।

ভিসি, প্রো-ভিসি নিয়োগের প্রজ্ঞাপন কাল : আগামীকাল রোব অথবা সোমবার রাবির ভিসি, প্রো-ভিসি নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব যুগান্তরকে বলেন, 'যতদূর জেনেছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দফতরে ফাইল পৌঁছেছে, সেখানে রাবির চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরও করেছেন। এখন রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করবে। নির্দেশনা পেলে সেটা রোববার কিংবা সোমবার হয়ে যেতে পারে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী কয়েকজন সিনিয়র অধ্যাপক এবং মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি সূত্র দাবি করেছে, রাবির সাবেক ভিসি (২০০৯-১৩) ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সোবহানকে চার বছরের জন্য আবারও ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর প্রো-ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার সাহা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক ছিলেন।